দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

03

বাংলাদেশে প্রকৌশল শিক্ষার মান

উন্নত ও উন্নয়নশীল সকল দেশের জন্যই প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষা অপরিহার্য। অপ্রতুল অথবা অসামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষার কারণে অনেক দেশ উন্নয়ন-প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে এই বাস্তবতা যথার্থ উপলব্ধি করা হচ্ছে এবং যথেষ্ট গুরুত্বও দেয়া হচ্ছে। তবে প্রশ্ন থাকে, দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে খাপ খাইয়ে সময়োপযোগী, সঠিক এবং সুদূর প্রসারী জ্ঞান দান করার মত গ্যারান্টি প্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রম বা কোর্স কন্টেন্টস দেয় কি না।

দেশে প্রচলিত সকল ধরনের শিক্ষার মধ্যে প্রকৌশর তথা ডিগ্রী ইঞ্জিনীয়ারিং অধ্যয়ন করতে তুলনামূলকভাবে মেধাবী ছেলেরাই বেশী আসে এবং ইদানীং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারিং কোর্স পড়তেও। মেধা বা ব্রেনের উপর প্রচণ্ড চাপ, সময়, শ্রম এবং প্রচুর অর্থের বিনিময়ে এই জ্ঞান অর্জিত হয়। সুতরাং দেশ ও মানুষের সর্বোচ্চ মঙ্গলের জন্যই লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ হয়—শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

প্রকৌশল শিক্ষাসহ সকল বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষার তাত্ত্বিক তথা থিওরী ও প্র্যাকটিক্যাল—এই দুইটি বাস্তব দিক রয়েছে। একটি অন্যটির সম্পূরক। একটি তত্ত্ব অনেক বেশী শেখানো হলে এবং তার প্রয়োগ কম হলে সে শিক্ষা হয় অসম্পূর্ণ। আবার প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা ও বাস্তব কর্মজ্ঞান পরিপূর্ণ করতে হলে পিছনে (ব্যাকগ্রাউন্ডে) পর্যাপ্ত তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকতে হবে। অর্থাৎ প্রকৌশল শিক্ষা হবে থিওরী ও প্র্যাকটিসের সুন্দরতম ব্যালেন্স।

আজ থেকে তিন যুগ আগে প্রকৌশল ডিগ্রী লাভের পর আমাদের একজন স্বনামধন্য শিক্ষক, যিনি নিজে একজন প্রখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার এবং এই দেশে সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দিকাল শিক্ষকতা করে গেছেন, মন্তব্য করেছিলেন, "তোমরা যে জ্ঞান অর্জন করলে, তার সবটুকু আগামী ৫০ বছরেও কাজে লাগাতে পারবে না, যদিও দেশে বর্তমান হারে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলতে থাকে।" মাতৃভূমির উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুদীর্ঘকাল দেখার সুযোগ হয়েছে। গুরুজনের ঐ উক্তি সত্য বলে দেখতে পেরেছি। আমরা থিওরী যা যা পড়েছি, তার অনেক কিছুই প্রয়োগ করার সুযোগ পাইনি আজ পর্যন্ত।

আজকের বুয়েটে (প্রকৌশল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে) ৩০-৪০ বছর আগের তুলনায় থিওরী অনেক বেশী পড়ানো হয়। ছেলেরাও আশ্চর্যজনকভাবে অনেক ভালো করে। এতে বিদেশে এবং অনেক উন্নত দেশের নিকট আমাদের গৌরব ও মর্যাদা বেড়েছে। কিন্তু এই জ্ঞান দেশ ও মানুষের সরাসরি কল্যাণে কতটুকু ব্যয়িত হচ্ছে, তা অবশ্যই দেখার বিষয়।

আমরা মহাশূন্যেও যাচ্ছি না, সমুদ্রের অতলও স্পর্শ করতে যাচ্ছি না। আমাদের আরো অনেক যুগ ধরে আঁকড়ে থাকতে হবে কৃষি ও শস্য উৎপাদন, নদীশাসন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প-বাণিজ্য, ভূবিদ্যা ও খনিজ আহরণ, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক প্রযুক্তি এবং এমন শিক্ষার বিস্তার নিয়ে যা মানুষকে মানুষ হিসাবে বাঁচতে সাহায্য করে।

অথচ দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের স্বার্থে ইঞ্জিনীয়ার ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার একান্তভাবেই প্রয়োজন। সুতরাং ডিগ্রী ইঞ্জিনীয়ার ঃ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার ঃ টেকনিশিয়ান=১ঃ৫ঃ ২৫ (কর্মকাণ্ডের অবস্থাভেদে যার সামান্য ব্যতিক্রম হতে পারি) এই সেটআপের প্রতি লক্ষ্য রেখে উপযুক্ত কোর্স কন্টেন্ট ও সিলেবাস রচনা করা হলে এবং থিওরী ও প্র্যাকটিসের মধ্যে সুষম 'ব্যালেন্স' প্রতিষ্ঠা করা হলে দেশের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে বলে মনে করি। এ বিষয়ে শিক্ষা, মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ইঞ্জিনীয়ার মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
ঢাকা।

জনমত

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন টেকনোলজিতে প্রদত্ত কোর্স কন্টেন্ট এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কোর্স কন্টেন্ট পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় প্রকট হয়ে উঠে, প্র্যাকটিক্যালের তুলনায় থিওরী অনেক বেশী পড়ানো হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানের গভীরতার তুলনায় প্রয়োগের সুযোগ ও প্রয়োজন আমাদের দেশে খুবই সীমিত। ফলে শুধু মেধাশক্তির অপচয়ই নয়, বরং ঐ মেধা গড়তে যে মেধা, শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়েছে, তারও অপচয় হচ্ছে।